কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ফাল্গুন ১৩৪৬

মূল্য চারি আনা

মুদ্রাকর—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী

প্রবাসী প্রেস, ১২০[illegible] আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

ভূমিকা

ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে, "Whatever man has done man can do." আমার মনে হয়, মানুষের যাহা কীর্ত্তি, মানুষে যে তাহার পুনরাবৃত্তিই মাত্র করিতে পারে, এমন নয়, সাধনা করিলে সে-কীর্ত্তিকে সে অতিক্রমও করিতে পারে। বর্ত্তমানের মানুষকে ভবিষ্যতে মহত্তর কীর্ত্তির পথে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদাই অতীত মানুষের কীর্ত্তির সন্ধান দিতে হয়। পৃথিবীতে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার গুরুভার যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে এই কারণেই জাতীয় জীবনের সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিভাগে যাঁহারা কীর্ত্তিমান্, তাঁহাদের জীবনী ও সাধনার কথা জনসাধারণের সম্মুখে বারংবার উপস্থিত করিতে হয়। এই সকল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেই মহত্তর এবং বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারি।

সাহিত্য লইয়াই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কারবার; বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্ববিধ উন্নতির সহিত ইহার স্বার্থ জড়িত। সুতরাং সাহিত্য-বিভাগে স্মরণীয়দের আদর্শ প্রচারও ইহার মুখ্য কাজ। এই কাজ সুষ্ঠু এবং প্রণালীবদ্ধ ভাবে করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন। সুলভ প্রচারের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকদের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য। পরিষদের সম্পাদক-হিসাবে আমি সর্ব্বসাধারণের দরবারে এই চরিতমালা নিবেদন করিবার গৌরব অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতেছি।

আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি এইগুলির সাহায্যে কিয়ৎপরিমাণ আত্মস্থ হইতে পারিবে।

এই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। বিনা পারিশ্রমিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই সৎকার্য্যে তিনি অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থও তিনিই রচনা করিয়া দিয়া বাংলাভাষাভাষী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। আশা করি, অন্যান্য সাহিত্যিকেরাও তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই চরিতমালার অপরাপর চরিত রচনায় ও প্রচারে আমাদের সহায়তা করিবেন।

পরিশেষে সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রচারিত লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালার ভূমিকায় যে কথা বলিয়াছেন, সকল চিন্তাশীল বাঙালীকে এই দুর্দ্দিনে সে কথা স্মরণ করিতে বলি। তিনি বলিয়াছেন—

> গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক।

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিতা ও গল্প-লেখকের পরিণত বয়সের এই উক্তি, আশা করি, 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' সম্পর্কেও আমরা মনে রাখিব।

মন্মথমোহন বসু
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক

সূচী-পত্র

দ্রষ্টব্য :—'কালীপ্রসন্ন সিংহ' পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠার তৃতীয় পংক্তিতে 'মহাভারতের প্রকাশকাল "১৮৫৮-৬৬" মুদ্রিত হইয়াছে ; উহা "১৮৬০-৬৬" হইবে। মহাভারতের প্রথম খণ্ড ১৬ এপ্রিল ১৮৬০ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' সমালোচিত হইয়াছে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

(১৮৪০—১৯৩২)

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর নবজাগরণের ইতিহাস বড় বিচিত্র। পলাসীর যুদ্ধের পর হইতেই ক্লাইভ, ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতির নেতৃত্বে ইংরেজ সওদাগরেরা বাংলা দেশকেই ব্যবসায়ের কেন্দ্র করিয়া যে আহরণস্পৃহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শুধু অর্থার্জ্জনেই পরিসমাপ্ত হয় নাই, গৌণভাবে তাহার একটি শুভ ফলও ফলিয়াছিল, তাহা বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা যাহা সুরু করিয়াছিলেন, মিশনরীরা আসিয়া তাহারই বিস্তার সাধন করিলেন এবং ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যেই শিক্ষায়, সাহিত্যে, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে দ্রুত উন্নতি করিয়া বাঙালী ভারতবর্ষের অপর সকল প্রদেশকে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া চলিল; মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটিল এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ভিত্তিও স্থাপিত হইল।

উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরণের ইতিহাস জানিবার জন্য বাঙালীর কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ যুগের কোন বিধিবদ্ধ প্রামাণিক ইতিহাস নাই। অধুনা-দুষ্প্রাপ্য সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং কয়েক জন কৃতী পুরুষের ব্যক্তিগত জীবনী হইতে এই যুগের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইতেছে। গত যুগের এক জন কৃতী পুরুষের ব্যক্তিগত জীবন ও স্মৃতিকথার সাহায্যে যুগের অন্তরতম রহস্যের খানিকটা সন্ধান আমরা পাইয়াছি। বর্ত্তমান প্রসঙ্গ তাঁহারই জীবনী ও কীর্ত্তির

সামান্য পরিচয় দিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। এই কৃতী পুরুষের নাম—আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জন্মগ্রহণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৯২ বৎসর তিনি বাঙালীর জাতীয় মনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও তজ্জনিত পরিবর্ত্তন স্বয়ং লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য যে, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকে গল্পচ্ছলে কথিত তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধও হইয়াছে। বিস্মৃত ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যে যোগসূত্ররূপে তাঁহার এই কাহিনীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। এগুলি এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে আচার্য্য কৃষ্ণকমলের এই সংক্ষিপ্ত জীবনী রচিত হইল।

বংশ-পরিচয়

১৮৬৯ সনে কৃষ্ণকমল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা "রামকমলের জীবনবৃত্ত" প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি তাঁহার পিতৃ-পিতামহ সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, তাহার অধিক আমরা আর কিছু জানি না। সে পরিচয় এই—

> ১২৪০ শালের ১৬ই চৈত্র [২৮ মার্চ্চ ১৮৩৪] কলিকাতা শহরের সিমুলিয়া পল্লীর অন্তঃপাতী মালিরবাগান নামক স্থানে রামকমলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামজয় তর্কালঙ্কার ইনি জাতিতে বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ও গৌড় দেশের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী মালদহ নগরের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ বসাকের

বিমাতার যত্নাতিশয়ে রামজয়ের পিতা আসিয়া পুত্র সমেত কলিকাতা-বাসী হয়েন। ঐ বসাক গোষ্ঠী হইতেই একটী বাসবাটী, এক বিগ্রহ ঠাকুব এবং মাসিক কিঞ্চিৎ বৃত্তির বিধান করা হয়, রামজয়ের পিতা এবং তদীয় পরলোকের পব রামজয় নিজে, উভয়েই সেই বৃত্তি উপলক্ষ কবিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কবিয়াছিলেন। বামজয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতেব ব্যবসায়ী ছিলেন; সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তিও ছিল, বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণ নামক দুরূহ দুববগাহ পুরাণ গ্রন্থেব রসজ্ঞ বলিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু এতদ্দেশীয় অধ্যাপকমণ্ডলী মধ্যে তাঁহার নামের সেরূপ প্রভা প্রকাশ পায় নাই।··· তিনি পুত্রেব শৈশবদশাতেই এতদ্দেশীয় রীতি অনুসারে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করান। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই উল্লিখিত সুকঠিন ব্যাকরণ সমগ্র, অমরকোষ অভিধান, এবং ভট্টিকাব্য ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের কিয়দংশ পাঠ সাঙ্গ হইলে রামকমলের পিতৃবিয়োগ হয়; তৎকালে রামজয়ের এক কন্যা ও রামকমল ব্যতীত আর এক পুত্র [কৃষ্ণকমল] বর্ত্তমান থাকে। তন্মধ্যে রামকমল ভগিনী অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং সহোদব অপেক্ষা বড় ছিলেন।··ইং ১৮৬০ শালের ১১ই জুন তারিখে রামকমল অকস্মাৎ আত্মহত্যা দ্বারা মানবলীলা সংবরণ করেন।* —রামকমল ভট্টাচার্য্য: 'বেকন' (২য় সং.), পৃ. ২-৪, ২০।

* তারিখটি ১১ই জুন না হইয়া ১১ই জুলাই হইবে। ১৬ই জুলাই ১৮৬০ (সোমবার) তারিখে রামকমলের মৃত্যু-প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন:—

"আমরা অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া লিখিতেছি, কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক রামকমল ভট্টাচার্য্য গত বুধবারে [১১ জুলাই] উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করিয়াছেন।"

ছাত্রজীবন

আনুমানিক ১৮৪০ সনে কৃষ্ণকমল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের সমবয়স্ক ছিলেন। ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬।৭ বৎসর; বোধ হয় ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'আয় তোকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দি।' তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না; কাযেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক হইল না।…
>
> ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই আমার 'মুগ্ধবোধ' পড়া আরম্ভ হইল। প্রথম দুই বৎসর ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর* মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করিলাম।…তৃতীয় বৎসর ৺গোবিন্দ শিরোমণি † মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুর্থ বৎসর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে 'মুগ্ধবোধ'

* ইনি সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ২০ মে ১৮৪৬ তারিখ হইতে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের চতুর্থ ব্যাকরণ-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৫ সনের ৭ই মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

† গোবিন্দ শিরোমণি কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন না। কৃষ্ণকমল স্মৃতিবিভ্রমের ফলে রামগোবিন্দ গোস্বামী (তর্করত্ন) মহাশয়ের নামের পরিবর্ত্তে গোবিন্দ শিরোমণির নাম করিয়াছেন। ১৮৫০ সনে কৃষ্ণকমল তাঁহারই শ্রেণীতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

অধ্যয়ন করিলাম।...এই চারি বৎসরে 'মুগ্ধবোধ' পড়া শেষ হইল।...অঙ্কের অধ্যাপক...শ্রীনাথ দাস; ইংরাজির অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। আমি তাঁহাদের উভয়ের কাছেই পড়িয়াছি। (পৃ. ৩৩-৩৬)

ছয় সাত বৎসর বয়সে নয়, কৃষ্ণকমল আট বৎসর বয়সে ১৮৪৮ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্থী হিসাবে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্র হইতে এই সংবাদ পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ১৫ মে ১৮৪৮ তারিখে কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের সেক্রেটরী এফ. জে. ময়েট (Mouat) সাহেবকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন:—

I have the honor to report that since my letter No. 373 dated 25th January 1848 the undermentioned Students have been admitted in the Sanscrit College.

Names	Age in year	Class
*	* *	*
Krishnacomul	8	4th Grammar Class

কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র; তিনি জুনিয়র সিনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল।

১৮৫৭ সনে এনট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ঐ বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কৃষ্ণকমল

সংস্কৃত কলেজ হইতে যে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অনুলিপি দিতেছি :—

No. 161

GOVERNMENT SANSCRIT COLLEGE OF CALCUTTA.

We hereby certify that Krishna Kamal Bhattacharjee has attended at the Sanscrit College for eleven years [?] and studied the following branches of Sanscrit Literature Grammar, Belles-lettres, Rhetoric and Philosophy; that he has attained considerable proficiency on the subject of these studies; that he has made creditable progress in the English Language and Literature; and that his conduct has been in every respect satisfactory. At the time of leaving the College he held a senior scholarship two years.

W. Gordon Young
Director of Public Instruction

Fort William
The 24th July 1857

Eshwar Chundra Sharma
Principal, Sanscrit College

পরীক্ষার পর ১৮৫৭ সনেই কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইলে, ঐ বৎসরই এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলাম।···আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কয়েক মাস ডভ্‌টন্ কলেজে পড়িয়াছিলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭, ১১৯।

প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিবার কয়েক মাস পরে—১৮৫৮ সনের এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল কিছু দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।—এক বৎসর পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমে যাইলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১।

কৃষ্ণকমলের নিরুদ্দেশের কথা সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমলের একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারা যায়। বিজ্ঞাপনটি এই :—

> বিজ্ঞাপন।—আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য গত ৫ বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর কিন্তু খর্ব্বাকৃতি জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পাবেন, প্রভাকর যন্ত্রালয় অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাঁহার নিকট যথোচিত বাধিত ও উপকৃত হইব। শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য। নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক।—'সংবাদ প্রভাকব', ২০ এপ্রিল ১৮৫৮। ৮ বৈশাখ ১২৬৫।

এই পলাতক-জীবনে তিনি বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৮৬০ সনে কৃষ্ণকমল বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> কলেজে অধ্যয়ন না করিয়া আমি এন্‌ট্রান্স পাসের দুই আড়াই বৎসরের মধ্যে ঘরে পড়িয়া বি, এ, পাস দিয়াছিলাম,…। (পৃ. ১০৩)

এই পরীক্ষার ফল ২১ জুন ১৮৬০ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' বিজ্ঞাপিত হয়; তাহাতে প্রকাশ :—

2nd CLASS

4th—Kristocomul Bhuttacharyya. Ex-student Sanskrit College.

চাকুরি-জীবন

খানাকুল কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা

১৮৫৯ সনের শেষ ভাগে কৃষ্ণকমল খানাকুল কৃষ্ণনগরস্থ সংস্কৃত-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। ২৬ মে ১৮৬০ তারিখে ঐ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী উক্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণ পাঠ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন :—

…আমাদের এই বিদ্যালয়ে কেবল ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা না হইয়া ইংরেজী সংস্কৃত ও বাঙ্গালা তিন ভাষারই শিক্ষা হইয়া থাকে।…দুই বৎসর হইল [বৈশাখ ১২৬৫] এই স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে।…বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হইলেই গিরিশচন্দ্র গুপ্ত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।··এখানে দেড় বৎসরকাল বাস করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।…গিরিশ বাবুর মৃত্যুর পর অবধি দুই জন শিক্ষকের আবশ্যক হয়। শিক্ষক মহাশয়দিগের কলিকাতা হইতে যতদিন না আসা হইয়াছিল কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুত কাশীনাথ চৌধুরী বিনা বেতনে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।…কাশীনাথ বাবু কিছুদিন কর্ম্ম করিলে পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রধান শিক্ষকের পদ ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।…কৃষ্ণকমল অল্প দিন হইল নিজের কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল আর কিছুদিন আমাদের এখানে থাকিলে অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় হইত। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্ অতি

অল্পলোক সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে তিনি বিলক্ষণ অধিকারী হইয়াছেন। বালকদিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার সমধিক যত্ন ছিল।...কৃষ্ণকমলের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

* * * *

এ বৎসরও ছাত্রেরা উত্তমরূপ পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে। পরীক্ষাকার্য্য কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিতবর শ্রীযুত রামকমল ভট্টাচার্য্য এবং এখানকার তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ইহাঁরা দুই জনে সম্পাদন করেন।...

* * * *

ইতিপূর্ব্বে তোমাদের যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ও সংস্কৃত প্রভৃতির পরীক্ষা দানান্তে বি এ উপাধি লাভ করিয়াছেন।

—'সোমপ্রকাশ', ১৮ জুন ১৮৬০।

দেখা যাইতেছে, ১৮৬০ সনের মে মাসে স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠানের অল্প দিন পূর্ব্বেই কৃষ্ণকমল কর্ম্মত্যাগ করেন।

নর্ম্মাল স্কুলের অস্থায়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-পদ

কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ১৮৫৭ সালে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১১ জুলাই ১৮৬০ তারিখে তিনি হঠাৎ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ ভ্রাতার মৃত্যুর পর কৃষ্ণকমল নর্ম্মাল স্কুলের

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অস্থায়ী ভাবে কিছু দিন কাজ করিয়াছিলেন।

ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুল্‌স্‌

ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুল্‌স্‌ উড্‌রো সাহেব কৃষ্ণকমলকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৮৬০ সনের আগষ্ট (?) মাসে মাসিক ১০০৲ বেতনে কৃষ্ণকমল কলিকাতার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুল্‌সের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার এই নিয়োগ সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশ :—

> এডুকেশন গেজেট হইতে গৃহীত। নিয়োগ।····· কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের অফিসিএটিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কলিকাতার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ডেপুটি ইনস্পেক্টর হইবেন।—'সোমপ্রকাশ', ২৭ আগষ্ট ১৮৬০।

১ জুন ১৮৬১ তারিখে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরকে লিখিত স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড্‌রো সাহেবের পত্রের সহিত কৃষ্ণকমলের একটি রিপোর্ট প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ রিপোর্টের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "......Whatever scheme of liberal education may be conceived for Bengal, it will be narrow and imperfect, unless it take in a thorough mastery over Bengali and Sanscrit, together with a critical, extensive, and profound acquaintance with English."—Extracts from the Report of Baboo Krishna Comul Bhuttacharjee B.A., late Deputy Inspector of Schools, for the Southern part of the 24-Pergunnahs (General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1860-61. App. A. pp. 58-60.)

শিক্ষা-বিভাগের বার্ষিক বিবরণ পাঠে জানা যায়, তিনি ১৮৬১ সালের মে-জুন মাসে হাবড়ার স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে—১৮৬১ সালেই তিনি এই পদ ত্যাগ করেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরে পুনর্ব্বার শিক্ষকতা

কৃষ্ণকমল ১৮৬২ সনের প্রথম চারি মাস পুনর্ব্বার খানাকুল কৃষ্ণনগরের সংস্কৃত-ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ২৯ মে ১৮৬২ তারিখে এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ-সভার অনুষ্ঠান হয়। পরবর্ত্তী ৭ই জুলাই তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই সভার যে-বিবরণ মুদ্রিত হয়, তাহাতে প্রকাশ :—

> খানাকুল কৃষ্ণনগবের সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়।...শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন পাঠ করেন।...
>
> এই চারি বৎসরকাল পাঠশালার সমুদায় কার্য্য আমার পিতৃ-ঠাকুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।...বিদ্যামন্দিরটী যে এরূপ সুগঠন ও সুশ্রী দেখিতেছেন তাহা কেবল তাঁহাব অবিশ্রান্ত যত্ন, অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় বলেই সম্পাদিত হইয়াছে।...
>
> আপনারা ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত বৎসর এইরূপে সমবেত হইবার প্রায় দেড় মাস পরে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এ প্রধান শিক্ষকেব পদ গ্রহণ করেন।...শ্যামাচরণ বাবু শ্রাবণ

মাস অবধি পৌষ মাস পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।...শ্যামাচরণ বাবুর গমনের পর কয়েক দিবস শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়...কর্ম্ম করিলে পরেই শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের যৎপরোনাস্তি উপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন শিক্ষাকার্য্যে যেরূপ আগ্রহযুক্ত ও পটু আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহ দৃষ্টি এখানকার ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তিনি যেরূপ শান্তস্বভাব ও অমায়িক তাহাতে সমুদয় বিবেচনা করিলে আমাদের এই পাঠশালার পক্ষে তাঁহার মত অন্য শিক্ষক অতি বিরল অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু সুখ কি চিরস্থায়ী হয়? আমাদের এই বিদ্যালয়ের সৌভাগ্য কি চিরকালই অব্যাহত থাকিবে? কৃষ্ণকমল বাবু আর এখানে থাকিতে পারিবেন না, আগামি ২০এ জ্যৈষ্ঠ অবধি তাঁহাকে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে। শিক্ষাকার্য্যের গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহোদয়ের অভ্যর্থনায় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতম সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার এখানকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বড় ইচ্ছা ছিল না আমি সবিশেষ অনুরোধ করিয়া ও পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে কর্ম্মটী স্বীকার করাইলাম। বুঝিতেছি যে এরূপ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ ক্ষতি করিলাম। কিন্তু বলিলে কি হয়, আমাদের এখানে মাসে ৮০ আশি টাকা মাত্র বেতন, নূতন কর্ম্মটীর মাসিক বেতন ২০০ দুই শত টাকা। কৃষ্ণকমল বাবুকে এ কর্ম্মটি গ্রহণ করিতে প্রবর্ত্তনা না দিলে, বন্ধুর মত কাজ না হইয়া নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তির মত কাজ হইত।

একক্ষণে ভরসা করি যে তিনি স্বচ্ছন্দ শরীরে ও স্বচ্ছন্দ মনে নূতন কর্ম্মটি করিতে থাকুন এবং ক্রমশঃ তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইতে থাকুক।...

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা

ইহার পর ১৮৬২ সনের মে মাসের শেষাশেষি কৃষ্ণকমল মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৩০ মে ১৮৬২ তারিখে বাংলা-সরকারের জুনিয়র সেক্রেটরী তাঁহাকে যে নিয়োগ-পত্র পাঠান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to be Assistant Professor of Vernacular Literature in the Presidency College on a salary of Rupees 200 Two hundred per mensem.

ইহার ছয় মাস পরে, ১৮৬২ সনের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণকমল মাসিক তিন শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক-পদে উন্নীত হন। ২২ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ। ৩রা পৌষ বুধবার।...পরিদর্শক সম্পাদক বলেন প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা ভাষার প্রথম অধ্যাপক পদে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় পদে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> ছয় মাস পরে রামচন্দ্র মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট Sir Cecil Beadonকে বলিয়া আমাকে Senior

Professorএর পদে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন,…। আমি বাঙ্গালা পড়াইতাম। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস লইয়া আরম্ভ করা হইল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পুস্তক যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমনি আমি কলেজে পড়াইতে লাগিলাম। কৃষ্ণ বন্দ্যোর 'ষড্‌দর্শন', হেম বন্দ্যোর 'চিন্তাতরঙ্গিণী',* 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি ধরাইলাম।··

কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৩ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ওকালতি করিবার সঙ্কল্প করিয়া ১৮৭৩ সালের ৮ই জানুয়ারি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন।

কৃষ্ণকমল ছিলেন তেজস্বী পুরুষ। শান্তস্বভাব এবং ব্যবহারে অমায়িক হইলেও তাঁহার চরিত্র ছিল দৃঢ় ও অনমনীয়। যেখানে মনে করিতেন, কোনরূপ অন্যায় আচরিত হইয়াছে, সেখানে তিনি অর্থ বা সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতেন—আত্মসম্মান

* হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী' সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—"হেমবাবুকে জনসাধারণের কাছে বোধ হয় আমিই পরিচিত করি। হাওড়ার হিতকরী পত্রিকায় আমি 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র সমালোচনা করিয়া তাহার ভালমন্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলাম। Byronএর Don Juan হইতে যে অংশ তিনি ছাঁকা তর্জ্জমা করিয়াছেন, অনুবাদ হিসাবে তাহা মন্দ হয় নাই।"

ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন না। তাঁহার পদত্যাগের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে ৩ জানুয়ারি ১৮৭৩ তারিখে 'এডুকেশন গেজেট' লেখেন :—

সাপ্তাহিক সংবাদ।—প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কর্ম্মে জবাব দিয়াছেন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিবেন। প্রেসিডেন্সির ন্যায় সর্ব্বপ্রধান কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ শিক্ষা বিভাগের গ্রেডভুক্ত না হওয়া উক্ত বাবুর পদত্যাগের কারণ।

প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকমল অল্প দিনের জন্য হাইকোর্টে, এবং তৎপরে হাবড়া-কোর্টে কয়েক বৎসর ওকালতি করেন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

আমি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করি,···। (পৃ. ১২০)

[বঙ্কিম বাবু] যখন হাবড়ায় ছিলেন, আমি তাঁহার এজলাসে অনেক সময়ে ওকালতি করিয়াছি। (পৃ. ৭২)

কৃষ্ণকমল যখন ওকালতি করিতেন, সেই সময় তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি নাটক রচনা করেন। নাটকখানির নাম 'নাকে খৎ'।* ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন :—

হাইকোর্টের উকিলদিগের প্রতি বৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে

---

* ইহা প্রথমে 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩১৮, পৃ. ২০৪-২০) প্রকাশিত হয়; পরে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (১ম খণ্ড) পুস্তকের ২৪১-৬৩ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

একখানা পাঁচ শত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমি পঞ্চাশ টাকাই দিয়াছি। উমাকালী খুব সাকুব লোক, সে তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া, আমাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়া হেম বাবুর নিকটে যায়। হেম বাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলেন। এই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে একটু টীকা বোধ হয় আবশ্যক।

কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি ওরফে মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি।		আমি
ধন্বন্তর ওরফে 'গুণেন্দর'	...	যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
অগ্নিভট্ট ওরফে 'ধূম্‌খালি'	...	উমাকালী
চাঁদকবি	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রত্নসভা	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক-পদ

কৃষ্ণকমল ১৮৭৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হন। ১৮৮৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক 'ঠাকুর-আইন অধ্যাপক' (Tagore Law Lecturer) পদে নিযুক্ত হইয়া হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পারিশ্রমিকস্বরূপ তিনি প্রায় দশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনরারী ফেলো নির্ব্বাচিত হন।

রিপন কলেজের অধ্যক্ষতা

কৃষ্ণকমল ১৮৯১ সালে রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যিক জীবন

বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে কৃষ্ণকমলের বিশেষ দখল ছিল। তারানাথ তর্কবাচস্পতির বিখ্যাত 'বাচস্পত্যাভিধান' সঙ্কলনে কৃষ্ণকমল সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহাকে 'বিদ্যাম্বুধি' উপাধি দিয়াছিলেন। ফরাসী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

অল্প বয়স হইতেই তিনি বাংলা ভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার তিনি এক জন সভ্য ছিলেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়।...তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল

commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।…আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলে মানুষ বলিয়াই হৌক বা আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল —কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর,—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলে মানুষের প্রশংসা ক'রে ক'রে রাত কাটান যাবে নাকি?' (পৃ. ৮৪-৮৫)

সাময়িক-পত্র পরিচালন

১৮৫৮ সনের জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণকমল 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'বিচারকে'র প্রথম তিন সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করেন:—

'বিচারক' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে।…সম্পাদক মহাশয় কি জন্য আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।

এ-সম্বন্ধে তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—

সে [সিপাহীবিদ্রোহের] সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ

পত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০-২০১।

তারাধন ভট্টাচার্য্য স্বয়ং এ-বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

...১৯০৬ সম্বতে পটলডাঙ্গায় টামার্স লেনে বিশ্বপ্রকাশ নামক একটী দেবাক্ষরের ও বঙ্গাক্ষরের মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপন করিয়াছিলাম। এই মুদ্রাযন্ত্রের আয়বৃদ্ধির নিমিত্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই যন্ত্র হইতে একখানি পঞ্জিকা বাহির করিয়াছিলেন।...উক্ত বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রের নিঃস্বার্থ-উন্নতি সাধনার্থ উদারচেতা বালক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য "বিচারক" নামে একখানি সারপূর্ণ সাপ্তাহিক ক্ষুদ্র পত্রিকা ও "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" নামক একখানি অতি মনোরম পুস্তক মুদ্রিত করেন। তিনি এই উভয়েরই উপস্বত্বের প্রয়াসী ছিলেন না। কেবল আমারই নিঃস্বার্থ উপকারার্থ উহা মুদ্রিত করিতেন। বাঙ্গালিরা যে কেবল বাহ্যিক চাকচিক্য-প্রিয় ও অন্তঃসারবান্ পদার্থে তাঁহাদের কিছুমাত্র অভিরুচি নাই, তাহাই কেবল দেখাইবার নিমিত্ত এ স্থলে এ অপ্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের অবতারণা। অর্থাৎ উক্ত মহাচেতা কৃষ্ণকমলের লিখিত "বিচারক" ও "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ", উভয়ই একজন বিদ্যালয়ের পোগণ্ড ছাত্রের লেখনীপ্রসূত বলিয়া নিতান্ত অসার বোধে উহাদের প্রত্যক্ষ গুণগ্রামেও কেহ

আর লক্ষ্যই করিলেন না। সুতরাং উহাদের উভয়েরই বাল্য-মৃত্যু হইল।—তারাধন তর্কভূষণ : 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী এবং সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি' (১৮৯৩), পৃ.৫৩-৫৪।

১৮৭৬ সনের জানুয়ারি মাস হইতে কৃষ্ণকমল 'ত্রৈমাসিক সমালোচক' নামে একখানি ত্রৈমাসিক পত্র প্রচার করিবার সঙ্কল্প করেন। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৮২ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় ইহার যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

ত্রৈমাসিক সমালোচক।

সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র ও সমালোচন।

কলেবর ১৬ ফর্ম্মা।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য—৩৷৹ ডাক মাশুল ৷৹

আগামী ১লা মাঘ হইতে প্রকাশিত হইবে।

লেখক।

সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রবন্ধে লেখকের নাম প্রকাশ থাকিবে।

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন। শ্রীযুক্ত রামদাস সেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বলদেব পালিত। F. H. Skrine Esq. C. S.

এতদ্ব্যতীত জ্ঞানাঙ্কুর পত্রের অধিকাংশ লেখকগণ।

সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

এ পত্রে কখন কখন ইংরাজি প্রবন্ধাদিও লেখা হইবে।

কার্য্যসম্বন্ধীয় পত্র ও মূল্য আমি গ্রহণ করিব।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস (ভূতপূর্ব্ব জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদক।)

সহকারী সম্পাদক।

১০৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'ত্রৈমাসিক সমালোচক' শেষ-পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না, সম্ভবতঃ হয় নাই; অন্ততঃ বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ১৮৭৬ সনে মুদ্রিত এরূপ কোন সাময়িক-পত্রের নাম পাওয়া যাইতেছে না।

১৮৯১ সনের ৩০এ মে (?) কৃষ্ণকমলের সম্পাদকত্বে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়।* তিনি তখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে তিনি বেশী দিন সম্পাদকের কার্য্য করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—

> সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী' নামটি দ্বিজেন্দ্র বাবুরই সৃষ্টি, এবং "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" এই Mottoটিও তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচ জন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্র বাবুও ছিলেন। সেই সময়েই ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্র বাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে। সেই বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সম্পাদক হইয়া কাগজের উন্নতিকল্পে আমি বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই, এবং ঐ পদও আমি অধিক দিন রাখিতে পারি নাই, কারণ তখন আমার অনেক ঝঞ্ঝাট ছিল। —'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬-১৭।

* কৃষ্ণকমল-সম্পাদিত ১ম ভাগ ১১শ সংখ্যা 'হিতবাদী' দেখিয়াছি। ইহার তারিখ ৮ আগষ্ট ১৮৯১।

রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধ

আচার্য্য কৃষ্ণকমল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা অনুসন্ধানে যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে সেগুলির পরিচয় দিলাম।

১। **দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ**। ১৮৫৮ (?) পৃ. ৬২।

দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ॥ | কলিকাতা। | ১৭৭৯ শকাব্দা | টামস´ লেনে বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। |

এই পুস্তকখানি ১৮৫৮ সনের গোড়ায় প্রকাশিত বলিয়া মনে হইতেছে। ১৭৮০ শকের আষাঢ় সংখ্যা 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত করেন। সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ কলিকাতা বিশ্ব প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।" এতদ্দেশীয় উপন্যাস সকলেরই এক ধারা; সকলেই "এক রাজা ছিলেন তাঁহার সো দো দুই রাণী" এই রূপ বান্ধা ধরণে আরম্ভ হইয়া থাকে; এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে, এবং গল্পটাও তাদৃশ নিন্দনীয় বোধ হয় না।

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকর্ত্তার নাম না থাকিলেও উহা যে কৃষ্ণকমলের রচনা, তাহার একাধিক প্রমাণ আছে। কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> যোলো সতের বৎসর বয়সে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামক একখানি পুস্তক আমি রচনা করিয়াছিলাম; … ।*

* 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' যে কৃষ্ণকমলেরই রচনা, ৩০ জুন ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি হইতেও তাহা জানা যাইবে :—

…ঐ গ্রন্থ সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল।—
'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮, ২০০।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:—

এক্ষণে আমরা বাহুদামে পরস্পরকে সংযত করিয়া নানা স্থানে বিহার করিতে লাগিলাম, বকুল বৃক্ষের তলে উপবেশন করিতাম, গিরিনদীতে বিহরমান হংসযূথে কৌতুকযুক্ত হইতাম, আম্রকুঞ্জে অবিরলিতকপোলে কথা কহিয়া রাত্রির অতিপাত করিতাম, নগ্নসর্ব্বাঙ্গ হইয়া নির্ঝরের ক্ষরণশীল জলে ধৌত হইতাম, সমুদ্রতটে কত খেলা খেলিতাম, বর্ষাকালে জলবিন্দুসিক্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া ময়ূর ময়ূরীর কেকা সহিত নৃত্য ও পক্ষবিস্তার দর্শন করিতাম, শরৎ কালের নির্ম্মল জ্যোৎস্নার সহিত কমলাদীর কপোলপ্রভার উপমা দিতাম, গ্রীষ্মের যূথিকা লইয়া তাহার ভ্রমরনীল অলকে

বসাইয়া দিতাম, হেমন্তের বাঙ্কুর আপাণ্ডু গণ্ডস্থলে পরাইয়া দিতাম, মধু মাসের মধু বায়ু সেবন করিতে করিতে তাহার বদনসুধা পান। করিয়া মাস নামের সার্থকতা করিতাম। আর কত বলিব, সংস্কৃত কবিরা যে স্থানে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, আমরা সে সকলের স্বাদগ্রহ করিতে অবশিষ্ট রাখি নাই। যদি আমার চিরকাল ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিবার অভিলাষ থাকিত, যদি দুরাশা কর্ণে জপতা না করিত, তবে আমি কমলাদীর সহিত অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ করিতাম। প্রিয়বাদিনী প্রিয়দর্শনা ভার্য্যা, মানুষের বিষচক্ষু হইতে দূরবর্ত্তিতা, প্রকৃতির অতি মনোহর অবস্থা নিরীক্ষণ এবং স্বতন্ত্রতা, ইহা অপেক্ষা সংসারে আর সুখ কি আছে। আমার সে সকলই ছিল। নিবিড় অরণ্যমুকুটিত শৈলমালা প্রতিদিন লোচনগোচর হইয়া অপরিসীম আনন্দ দান করিত, নির্ঝর হইতে ঝর্ঝর শব্দে স্রুতিশীল বারি বীণা অপেক্ষাও অধিক মধুধারা কর্ণে বমন করিত, ঘন পত্রাচ্ছন্ন তরুমালায় সূর্য্যতাপ হইতে ছাদিত নদীর তটভাগে হংসতূল অপেক্ষা সমধিক কোমল নব শষ্প শয়নীয় বিস্তার করিয়া রাখিত, কলকণ্ঠ পতত্রিরা মধুর স্বর আবিষ্কৃত করিয়া নাগরিকাদের আমোদদায়ী গায়কবর্গকে ধিক্কার করিত, কস্তুরী মৃগদিগের অধ্যাসনে সুরভীকৃত শিলাতল শ্রমহারী বিষ্টরস্বরূপ হইয়া উপবেশনের নিমিত্ত আহ্বান করিত। ইহা অপেক্ষা মধুরতর আবাস আর কি হইবে? আবার এমন স্থানে যেরূপ সৌন্দর্য্য যেরূপ প্রণয়, যেরূপ শুচারিত্র ছিল তাহাতে কি এমন স্থান সেই সুরলোক অপেক্ষা রমণীয়তর নহে? তথায় কোন সংস্কৃত নাটকের একজন পাত্র বলিয়াছে, যে যথায় আহারও নাই, পানও নাই, কেবল মীনের মত অনিমিষে চাহিতে হয়। (পৃ. ১৭-১৯)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতে, "দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।" তিনি তাঁহার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' পুস্তক সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যে আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়, প্যারীচাঁদও নয়—এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া, আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না।···বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়াপদগুলি অনেক স্থলেই খাঁটি বাঙ্গালা।···আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।

আমি বালককালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম।

আর উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।···আমি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত সুবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। তাহাতে 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' নাম দিয়া একটী গল্প খণ্ডশ বাহির হইত। সেই গল্পে ছিল, জগন্নাথ যাইবার পথে—পথের একটু তফাতে, জটাঘটাসজ্ঘটিত—এক মহাবটবৃক্ষ। তাহার তলদেশ নিতান্ত নিভৃত নিরালয়। সেখানে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ লাভ

করিতে পায় না। ভীষণ বায়ু উপরে হু হু করিলেও তলদেশে মন্দ মন্দ বিচরণ করে। প্রচুর পত্রসন্নিবেশে সেখানে বৃষ্টিও পড়িতে পারে না। সেইখানে একটী ছোট খাট সামান্য কুটীর; বাস করেন এক পড়িয়া বা চণ্ডাল খৃষ্টান, তাহার সহধর্ম্মিণী ও একটি ছোট কন্যা। এ পুস্তকে পড়িলাম দুরাকাঙ্ক্ষ যখন মান্দ্রাজ, মহীশূর, মালব উলট পালট করিয়া সেই বটতলে উপস্থিত হইলেন, তখন পড়িয়ার সহধর্ম্মিণী মরিয়াছে, কন্যা যুবতী হইয়াছে, দুইটী বিভিন্ন সময়ে,* বিভিন্নরূপে প্রকাশিত গল্পের এইরূপ অপূর্ব্ব মিল দেখিয়া, আমার বালক মনে বড়ই আনন্দ হইল।...ভারতবর্ষীয় কুটীরে ও দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে কেন যে মিল হইল, এখন তাহা জানি। দুই খানিই ইংরাজী রোমান্স অফ্ হিসটরি হইতে সঙ্কলিত।—'বঙ্গ-ভাষার লেখক', পৃ. ৫২৫-২৮।

'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' অল্প দিন হইল "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-মালা"র ১১ নং গ্রন্থরূপে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২। **বিচিত্রবীর্য্য**। জানুয়ারি ১৮৬২। পৃ. ৭৬।

Bichitrabyrya | A | Heroic Tale | By | Krishnakamal Bhattacharya. | বিচিত্রবীর্য্য | নামক |

* বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয় নাই, প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র দিক্ষিত-সম্পাদিত 'সুবোধিনী' পত্রিকা ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা হইতেই 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমলের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'ও ১৮৫৮ সনের গোড়ার দিকে প্রকাশিত—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং উভয় রচনা একই লেখনীপ্রসূত হওয়া বিচিত্র নহে।

বীররসাশ্রিত আখ্যান। | শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য | প্রণীত। | কলিকাতা | গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত | ইং ১৮৬২ সাল |

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> পুস্তকখানি আমি সতের আঠার বৎসর বয়সে রচনা করি, কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর ছাপান হয় নাই; পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আন্দাজ ইংরাজি ১৮৬৪ সালে উহা মুদ্রিত করিয়াছিলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩।

রচনার নিদর্শন-স্বরূপ এই পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল :—

> জনমেজয়ের সর্পসত্র সমাপিত হইলে তিনি কিছুকাল সাবধানে রাজ্যকার্য্য পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বহুদিন তাঁহার সূক্ষ্মদর্শী নয়নের অগোচর থাকাতে দেশের দুরবস্থার শেষ ছিল না। পথ, ঘাট, নগর, গ্রাম সর্ব্বস্থানই দুর্দ্দান্ত দস্যুবর্গে পরিপূর্ণ ছিল। গ্রামের ভিতর দিবাভাগে মানুষ হত্যা হইত। পথিকেরা অতি-সামান্য সামগ্রী লইয়া যাইতে, লুব্ধক হস্তে পতিত হইবার শঙ্কা করিত। কাহারও গৃহে রূপবতী রমণী থাকিলে লম্পটেরা ছলে, বলে, বা কৌশলে অপহরণ করিয়া লইত। সৈন্য সমূহ বহুদিন উপেক্ষিত থাকিয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল এবং নিয়মের দাম হইতে মুক্তবন্ধন হইয়া প্রজাগণের উপর নানা অত্যাচার করিত। দেশের গুপ্তি অতি দুর্ব্বল হওয়াতে শান্তি রক্ষা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছিল। কৃষি ও বাণিজ্যের ব্যাঘাতে কত সমৃদ্ধ পৌর সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে দারিদ্র্য গহ্বরে নিপতিত হইল। রাজস্বের অতিশয় ন্যূনতা হইল। স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়া প্রজাদিগের

হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইত। দুর্ভিক্ষের সহচর মরক, যেন সম্মার্জ্জনী দ্বারা কত গ্রাম নগর শূন্য করিয়া গেল। যথায় যাও,' সেইখানেই ক্ষুধার্ত্ত কণ্ঠশ্বাস প্রাণীর মরণ যাতনা দেখিতে পাও। যেস্থান পূর্ব্বে জনসমাকীর্ণ ধনপূর্ণ নগরের অধিষ্ঠান থাকিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকিত, এখন তথায় নির্জ্জনবাসী পেচকের কর্ণকঠোর চীৎকার, ঝিল্লীরব, সর্পের ফূৎকার, ও পূতিগন্ধী পবনের বিষাদজনক হুহুধ্বনি শ্রবণ গোচর হইত। রাজপথের উপর নিবিড় জঙ্গল, কঙ্কালরাশি ও হিংস্র জন্তুর নখপদ দেখিয়া পথিকেরা উদ্বিগ্নমানসে, সভয় পদসঞ্চারে, বসনে নাসা আচ্ছাদন করিয়া ত্বরিত পরিহার করিয়া যাইত। "যেসকল সোপান পূর্ব্বে রমণীরা পাদালক্ত দ্বারা রঞ্জিত করিত, এখন তথায় সদ্যোনিহত হরিণের উষ্ণ রুধির ছল্ ছল্ করিত। গৃহদীর্ঘিকার জলে আরণ্য মহিষেরা শৃঙ্গাঘাত করিত। গৃহের চিত্রপটে লিখিত হস্তীকে পারমার্থিক সিংহ নখাঘাত করিত"। হাস্তনাপুরী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় গ্রাম আফ্রিকার শাহারামরুতে অবকীর্ণ ওশিসের ন্যায় হইয়াছিল। দেশের ত এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। (পৃ. ১-২)

৩। **নাগানন্দম্।** শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সংস্কৃতেন শ্রীমাধবচন্দ্র ঘোষেণ মুদ্রাঙ্কিতম্। পৃ. ৭৪+১৯। সম্বৎ ১৯২১ (১৮৬৪)।

4. *On some unsettled questions of Succession under the Bengal School of Hindu Law,* Calcutta, 1877.
5. *Tagore Law Lectures*—1884-85. The Law relating to the Joint Hindu Family. 1885.
6. *The Institutes of Parasara.* Translated into English by Krishnakamal Bhattacharyya. (Bibliotheca Indica), pp. 82, Calcutta, 1887.

ইহা ছাড়া তিনি ভট্টিকাব্য, শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, রঘুবংশ, ঋজুপাঠ প্রভৃতি কলেজ ও স্কুলপাঠ্য পুস্তকের বা তাহাদের অংশ-বিশেষের ছাত্রোপযোগী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গের বঙ্গানুবাদ এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ও মুসলমান আইন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Lecture-notes) ও ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত 'আরোহণী' নামে সংস্কৃত-শিক্ষার্থিগণের প্রাথমিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (১ম খণ্ড, ১৩২০) পুস্তকে কৃষ্ণকমলের স্মৃতিকথা নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই স্মৃতিকথায় প্রকাশ (পৃ. ২০২), তিনি "একখানি ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস" রচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমলের রচনা।*

* রামকমলের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে :—

(১) বাল্মীকি রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। ১৮৫৮

(২) বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ। ১৮৬১।

১৮৬৯ সালে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পুস্তকের গোড়ায় "রামকমলের জীবনবৃত্ত" নামে যে অংশটি আছে, তাহা কৃষ্ণকমলেরই রচনা।

(৩) ইংলণ্ডের ইতিহাস। ১৮৬১

(৪) জ্যামিতি। ১৮৬২

রামকমল কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে ২৪ জুলাই ১৮৫৭ তারিখে তাঁহাকে যে প্রশংসাপত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ, তিনি ১০ বৎসর সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায় রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান জন্মিয়াছিল এবং তিনি ৬ বৎসর সিনিয়র বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন।

'পূর্ণিমা', 'অবোধবন্ধু', 'ভারতী' প্রভৃতি তৎকালীন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রাদিতে কৃষ্ণকমল বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তখন প্রবন্ধের শেষে বড়-একটা লেখকের নাম থাকিত না। এই কারণে আজিকার দিনে তাঁহার রচনাগুলি নির্ণয় করা দুরূহ। কয়েকটি রচনা সম্বন্ধে তিনি নিজেই সন্ধান দিয়াছেন; তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

সুহৃদ্বর কবি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম।…ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ' ও 'তাঁতিয়া টোপি'। কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমা'তে আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই।…

কিছুদিন পরে বিহারীলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র [যোগীন্দ্রনাথ ?] ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েক জন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধবন্ধু' নামক একখানি মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকাখানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম; সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া' গ্রন্থ ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত বহুবিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল।

অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম।

স্মৃতিকথায় কৃষ্ণকমল তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত যে-কয়টি রচনার সন্ধান দিয়াছেন, প্রকাশকাল-সমেত সেগুলির তালিকা:—

"জুইফুলের গাছ"—'পূর্ণিমা', ৫ম সংখ্যা। ১২৬৬ সাল। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা।

"পৌল ভর্জ্জীনী"—'অবোধ-বন্ধু', পৌষ-চৈত্র ১২৭৫; পৌষ-চৈত্র ১২৭৬।

"নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত"—'অবোধ-বন্ধু', বৈশাখ-শ্রাবণ ও আশ্বিন ১২৭৬।

"ডুয়েল"—'অবোধ-বন্ধু', অগ্রহায়ণ ১২৭৬।

এই সকল রচনার মধ্যে "পৌল ভর্জ্জীনী" বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই রচনাটির কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "বিহারীলাল" প্রবন্ধে ('সাধনা', ৩য় বর্ষ, ২য় ভাগ) ও 'জীবন-স্মৃতি'তে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 'জীবন-স্মৃতি'তে তিনি লিখিয়াছেন:—

এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলবর্জ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীর-কম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কি মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙীন রুমালপরা

বর্জ্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জ্জল দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কি প্রেমই জমিয়াছিল ! (পৃ. ৮২)

"পৌল ভর্জ্জীনী" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কৃষ্ণকমল কোঁতের শিষ্য ছিলেন ; তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "আমি Positivist ; আমি নাস্তিক।" গিরিশচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে কোঁতের ধ্রুবদর্শন সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন।*

১২৯২ সালের 'ভারতী'তে (শ্রাবণ, আশ্বিন) তিনি এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন ; প্রবন্ধটির নাম—"Positivism কাহাকে বলে ?" কৃষ্ণকমল এই সময়ে অধ্যাপনা করিতেন না.—ওকালতি করিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "পজিটিবিজম্ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম" নামে তিনটি প্রবন্ধে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকমল যে সুতার্কিক ছিলেন, রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন ; তিনি লিখিয়াছেন :—

> আপনি দুইটি বিষয়ে বেজায় চুপ করিয়া গিয়াছেন—কার্য্য-কারণ তত্ত্ব এবং কৃষ্ণকমলী সংগ্রাম। লেখনীর ছিটাগুলি বর্ষণ

* কোঁতের শিষ্য ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ এস্. লব্ ১০ অক্টোবর ১৮৬৮ তারিখে 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন :—"I am glad Professor Krishna Kamal is going to write an article from a Comtean point of view. I am very anxious to see Positivism discussed from a a purely Hindu point of view, a task to which of course I am myself inadequate..." *Life of Grish Chunder Ghose*, p. 239.

করুন—আমি ধৈর্য্যের ঢাল ধরিয়া বসিয়া আছি। আমি আপনারই তো champion, আমাকে যত উৎসাহিত করিবেন ততই কোমর বাঁধিয়া লাগিব। It costs me a good deal of labour নিতান্ত ছেলেখেলা নয়, কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক—he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine. —'সুপ্রভাত', আশ্বিন ১৩১৭।

কৃষ্ণকমলের স্বাক্ষরিত আরও দুইটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; সে দুইটি :—

"বিবাহের জন্য পূর্ব্বরাগ আবশ্যক কি না"—'ভারতী ও বালক', কার্ত্তিক ১২৯৪।

"জান্তব চুম্বক শক্তি"—'ভারতী ও বালক', শ্রাবণ ১২৯৮।

ইহা ছাড়া কৃষ্ণকমলের পাণ্ডিত্যের সাহায্য লাভ করিয়া অনেকে গ্রন্থ-রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত তৎপ্রকাশিত 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র বঙ্গানুবাদ-গ্রন্থে (১৮৮৫) লিখিয়াছেন :—

আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাগুরু এবং পরম সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আমাকে এই বৃহৎ কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণকমল বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় আমি এই কার্য্যে যে কত দূর

উপকার লাভ করিতেছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।— ভূমিকা, পৃ. ।৹।

কৃষ্ণকমলই রমেশচন্দ্র দত্ত-সম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থের চতুর্থ ভাগ—"ধর্ম্মশাস্ত্র" (১৮৯৫) সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ খণ্ডের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

> এই ভাগে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, এবং মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অনেক অংশ, ও যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, দক্ষ, পরাশর ও ব্যাসের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত ও অনূদিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, এবং সংস্কৃত ভাষায় মদীয় শিক্ষাগুরু মহানুভব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই ভাগ সঙ্কলন করিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

শেষ জীবন

আনুমানিক ৯২ বৎসর বয়সে, ১৩ আগষ্ট ১৯৩২ (২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯) তারিখে কৃষ্ণকমল পরলোকগমন করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কোন দিনই গুণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ১৩১৮ সালে রামকমলকে "বিশিষ্ট সদস্য" নির্ব্বাচন করিয়া পরিষৎ কর্ত্তব্য পালন করেন। এই পদ গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে

তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া হইল :—

সাহিত্য পরিষৎ-সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়

পরিষদ্ আমাকে বিশিষ্ট
সভ্যপদে বরণ করিয়াছেন
অবগত হইয়া যার পর নাই
সম্মানিত বোধ করিতেছি
এবং কৃতার্থম্মন্য হইতেছি।
দুঃখের বিষয় এই।
রোগে ও বার্দ্ধক্যে এ
শরীর এরূপ জীর্ণশীর্ণ ও
অপটু হইয়াছে যে পরি-
ষদে উপস্থিত হইয়া
তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্যে
লিপ্ত হওয়া কিংবা সহায়তা

ক্ষয় আমার দ্বারা ঘটিবে না।
আমি কেবল নামমাত্র
সভ্য হইলাম। যাহা হউক
বৃদ্ধাবস্থায় দেশের মধ্যে
গণ্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের
নিকট এপ্রকার সমুন্নত
সম্মান লাভ করিয়া আমার
অন্তঃকরণে একটা
অপরিসীম তৃপ্তি আসিয়াছে
ইতি সন ১৩৩৮ সাল
৫ই আশ্বিন

—শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

আচার্য্য কৃষ্ণকমলের ইহার অধিক পরিচয় আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু এই সামান্য পরিচয় এবং তাঁহার রচিত পুস্তক ও গ্রন্থাবলী হইতে এইটুকু অনুভব করিতে পারি যে, যে-কারণেই হউক, তিনি তাঁহার যথার্থ কীর্ত্তি-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হন নাই, সম্ভবতঃ পাদপীঠের সম্মুখে আসিতে তাঁহার নিজেরই সঙ্কোচ ছিল। নতুবা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান পরিমাণে অল্প হইলেও, বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগের সেই অল্প পরিমাণ দানই আজ আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। তাঁহার 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সমসাময়িক, অথচ রচনাশিল্প হিসাবে 'দুরাকাঙ্ক্ষ' যে 'আলাল' হইতে উচ্চ

শ্রেণীর, সাহিত্যবোধসম্পন্ন পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। বঙ্কিম যে বিরাট্ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণকমলের মধ্যে তাহারই সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করা যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই সম্ভাবনাও অত্যাশ্চর্য্য।

কৃষ্ণকমল সে-যুগে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ জ্ঞানে অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর। স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিদ্বজ্জন-সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্রসমাজে পূজ্য হইয়াছিলেন। সকল খ্যাতির উপর ছিল তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার স্থান। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহা হইতে এক তিলও বিচ্যুত হইতেন না। এই দৃঢ়সঙ্কল্প, পরিমিতভাষী, তীক্ষ্ণধী পুরুষ জীবিতকালে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের নাম চিরস্মরণীয় হইবার দাবী করিতে পারে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ) ... ৪॥০

২য় খণ্ড ... ৩॥০

৩য় খণ্ড ... ৩৷০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ ... ২॥০

বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-১৮৬৭) ... ৩৲

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত

পরিষৎ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত ... ॥০

আলালের ঘরের দুলাল

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও

শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

প্রামাণিক সচিত্র সংস্করণ, গ্রন্থকারের

জীবনী ও দুরূহ শব্দের অর্থ সম্বলিত ১৲

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য— ঐ

৩। উইলিয়ম কেরী (যন্ত্রস্থ)—শ্রীসজনীকান্ত দাস